

ধর্ম উপদেশে দেওয়ার শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা

ধর্ম উপদেশে দেওয়ার শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা

শাস্ত্রানুসারে -- ধর্ম উপদেশে যেকোনো লোক দিতে পারেনা বা যেকোনো লোকের শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা না হয়ে থাকে তার নিজেরও কাহাকেও উপদেশে দেওয়া উচিত নয় - কারণ তাতে শাস্ত্র বরিদ্ধে কাজ করে অধঃপাতের করম হয় অথবা যেকোনো লোকের কাছ থেকে ধর্ম উপদেশে নেওয়া ঠিকি না- কারণ ভুল পথে চালতা হবার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

তাই শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তির কাছ থেকে সর্বদা ধর্ম উপদেশে নেওয়া উচিত। শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ সাধন যোগ্যতা হীন ব্যাক্তির কাছ থেকে কখনোই ধর্ম উপদেশে গ্রহণ করা উচিত নয়।

কারণ শাস্ত্রের আছে যার মধ্যে নীচের শাস্ত্রের সম্মত যেকোনো লক্ষণ আছে তার মধ্যে যেকোনো কমপক্ষে অন্তত একটি লক্ষণ ও প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকে ...একমাত্র শাস্ত্রানুসারে সেই সেই ব্যাক্তির ধর্ম উপদেশে দেওয়া শাস্ত্র সম্মত হয়। তাই শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তির কাছ থেকে সর্বদা ধর্ম উপদেশে নেওয়া উচিত। কারণ শাস্ত্রের আছে যার মধ্যে নীচের শাস্ত্রের সম্মত যেকোনো লক্ষণ আছে তার মধ্যে যেকোনো কমপক্ষে অন্তত একটি লক্ষণ ও প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার দ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকে ...একমাত্র শাস্ত্রানুসারে সেই সেই ব্যাক্তির ধর্ম উপদেশে দেওয়া শাস্ত্র সম্মত হয়। তাই শাস্ত্র সম্মত লক্ষণ প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যাক্তির কাছ থেকে সর্বদা ধর্ম উপদেশে নেওয়া উচিত।

শাস্ত্রানুসারে (মনু সংহতি) ধর্ম উপদেশদাতার যোগ্যতার লক্ষণ:----

১. যনিকূটস্থ পর্যন্ত গিয়ে আত্মদর্শন করছেন ... অথবা
২. যনি নিজের প্রাণকে কূটস্থ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছেন অথবা
৩. যাহার দ্বিষ্যচক্ষু উন্মলিত হয়ে আছে অথবা
৪. যাহার মূলাধার থেকে মস্তক পর্যন্ত প্রাণবায়ুর গতিপথ হয়েছে..... অথবা
৫. যনি ব্রহ্মবদ্যার উর্ধ্বতন ওঙ্কার করিয়া গুরুই নকিট থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন অথবা
৬. যাহার জিহবা মস্তক থেকে রাজকি পর্যন্ত পট্টাঙ্গিয়া গিয়াছে অথবা
৭. যনি সাধনার দ্বারা উন্মনি অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন অথবা
৮. যনি সর্বদা কূটস্থে ধ্যান অবস্থার দ্বারা নশো লাভ করছেন...

উপরোক্ত শাস্ত্র সম্মত এই ৮ টি প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ গুলির মধ্যে কোনো একটি প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ যনি নিজের কঠোর সাধনার দ্বারা লাভ করছেন..... তিনি বা সেই সেই প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ সম্পন্ন ব্যাক্তিই একমাত্র ধর্ম উপদেশে দেওয়ার যোগ্য।

আর শাস্ত্র সম্মত এই ৮ টি প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ গুলির মধ্যে কোনো একটি প্রতক্ষ্য সাধন যোগ্যতার লক্ষণ যনি নিজের কঠোর সাধনার দ্বারা লাভ করতে পারেন না।। তিনি যদি ধর্ম উপদেশে দেওয়া শুরু করেন তাকে ধর্মের গ্লানি বা ভণ্ডামি বিলা হয়। আর এই রকম ধর্মের গ্লানি বা ভণ্ডামি করে রমা করলে লোকের কাছ থেকে ধর্ম উপদেশে নিয়ে চললেই যেকোনো মানুষের দুর্গতি হয়।

তাই যেকোনো মানুষের উচিত উপরোক্ত লক্ষণের যেকোনো একটিও লক্ষণ যনি প্রাপ্ত করতে পেরেছেনএকমাত্র সেই রকম যোগ্য ব্যাক্তির কাছ থেকে ধর্ম কথা শুনান বা ধর্ম উপদেশে শুনান।